গাংনীতে হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের নাহারুল ইসলাম হত্যা মামলার এজাহারনামীয় ২ আসামীকে গ্রেফতার র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানী-৩ মেহেরপুর ক্যাম্প।

রবিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে র্যাব-১২ সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি এনামুল হকের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার আব্দুলপুর গ্রামের জনৈক সাইদুর আরেফিনের (আসামীর শশুর) বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাওট গ্রামের সাবেক মেম্বর ও বিএনপি নেতা মহিবুল ইসলামের ছেলে মোঃ সাহাবুর রহমান মিন্টু (৪০), ও মোঃ শাহা আলম ওল্টু (২৮)।

আজ সোমবার বেলা ১১ টার সময় স্থানীয় সাংবাদিকদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-
১২) সিপিসি-৩ মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার এএসপি এনামুল হক।

তিনি জানান, গত ৬ আগস্ট দিবাগত রাত আনুমানিক ১০ টার দিকে আধিপাত্য বিস্তার ও পূর্ব বিরোধকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষে বাওট গ্রামের কুরু বিশ্বাসের ছেলে নাহারুল ইসলাম
(৫৫) নিহত ও উভয় পক্ষের ৮ জন আহত হন।

আহতরা হলেন- নিহত নাহারুল ইসলামের বড় ভাই আইনাল হোসেন (৬২), আব্দাল হোসেন (৫৮), ইনামুল হক (৪০) ও তার ছেলে সিয়াম (১৭)।

অপরপক্ষের আহত হন, মটমুড়া ইউনিয়নের সাবেক ইউপি মেম্বার মহিবুল ইসলাম (৬৮), ভাই সাবেক মেম্বর বিএনপি নেতা আশরাফুল ইসলাম কালু (৫৬), হামিদুল ইসলাম (৪৬) ও আমিরুল ইসলাম (৪০)।

এঘটনায় নিহত নাহারুল ইসলামের ছেলে নাজমুল হোসেন বাদী হয়ে গাংনী থানায় এজাহার নামীয় ৭ জন ও অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৮, ধারা ১৪৩/১৪৮/১৪৯/৪৪৭/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/৩০২/১১৪/৫০৬ পেনাল কোড।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যে কারনে সংঘর্ষ ও হত্যাকান্ড:
বিগত ৫ আগষ্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরদিন ৬ আগষ্ট সকালে গাংনীতে বিএনপির মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল সমাবেশে নিহত নাহারুল ইসলামের ছোট ভাই এনামুল হক অংশ নেন। এঘটনায় বাওট গ্রামের বিএনপি নেতা উজ্জ্বল হোসেন ওইদিন বিকেলে এনামুল হকের মিছিলে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বলেন, এই ১৭ বছরে আওয়ামী লীগ করে বিএনপির সু সময় দেখে সবার আগে মিছিলে গেছো। মিছিলে গেলেও বিএনপিতে সুযোগ দেওয়া হবেনা। এনিয়ে বিএনপির স্থানীয় নেতা উজ্জ্বল হোসেন ও এনামুল হকের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ধাক্কাধাক্কি ও পরে উজ্জ্বল হোসেনের মুদি দোকানে হামলা করে। এঘটনার জের ধরে সন্ধ্যা থেকেই উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলছিলো। এক পর্যায়ে সংঘর্ষ হয়।

মেহেরপুরে পাবলিক প্রসিকিউটরের বিরুদ্ধে মামলা, সহযোগী আসামি ১৮১

অস্ত্রবাজ ও সন্ত্রাসী বাহিনী গঠণ করে নীরিহ মানুষদের মামলা, খুন ও গুমের ভয় দেখিয়ে ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) পল্লব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মঙ্গলবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতে হাজির হয়ে কামাল হোসেন নামের এক ভুক্তভোগী এ মামলা দায়ের করেন। মামলায় পিপির সহযোগী হিসেবে ১৮১ জনের নাম উল্লেখ করে তাদেরও বিচারের আওতায় আনার আবেদন করেছেন বাদি।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন এসকল তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক শারমিন নাহ্রা সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহারে উল্লেখ করা ১৮১ সহযোগী আসামির মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন- জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবুল বিশ্বাস, বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী, বারাদি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী মাস্টার, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাফুয়ান আহমেদ রুপক, সাবেক সাধারণ সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, যুবলীগ নেতা মিজানুর রহমান হিরণ, ছাত্রলীগ নেতা কুতুব উদ্দিন।

মামলার এজাহারে বাদি বলেন, মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পিপি পল্লব ভট্টাচার্য প্রভাব খাটিয়ে সরকারের গুরত্বপূর্ণ পদ দখলে নিয়ে সন্ত্রাসী ও অস্ত্রবাজ বাহিনী তৈরি করে এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করেন এবং নিরীহ লোকদের মামলা, খুন ও গুম এর ভয় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। বিগত ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৫৯টি মামলার আসামিদের কাছে থেকে সহযোগী আসামিদের দিয়ে নিরীহ লোকদের তাহার বাড়ীতে বা তাহার চেম্বারে ডেকে নিয়ে এসে টাকা আদায় করেছেন। যেসব লোকজন আসামীকে টাকা দিতে ব্যর্থ হইয়াছে তাহাদের উপরে উল্লেখিত মামলায় আসামী করিয়াছে এবং উল্লেখিত মামলায় আসামীর সংখ্যা অনুমান দেড় থেকে দুই হাজার হইবে এই আসামীদের সহিত জামিনের মুক্তি বা চার্জ হইতে খালাস বা খালাস প্রদানের নামে আসামীকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো ও সাজা দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তিন কোটি টাকা আদায় করেন। সর্বশেষ চলতি বছরের ১২ জুন সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাদী তাহার দলীয় সংগঠনের পক্ষ হইতে মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করিবার দায়িত্ব থাকায় আসামী তাহাকে তাহার নিজস্ব বাড়ীর ‘ল’ চেম্বারে ডেকে নেন। এবং সাক্ষীগণদের উপস্থিতিতে ১১ জন আসামীর জামিনের জন্য ৪ লাখ টাকা চাঁদা গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য, পল্লব ভট্টাচার্য ২০১৪ সাল থেকে মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি দুই মাসের ছুটিতে জাপানে অবস্থান করছেন।

গাংনীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার আসামি হাত পা বাঁধা অচেতন অবস্থায় উদ্ধার

গাংনী উপজেলার বামন্দীতে চাঞ্চল্যকর সুন্দরী খাতুন হত্যা মামলার এজাহার নামীয় আসামি জামিরুল(৪৫)কে হাত পা ও মুখ বাঁধা অচেতন অবস্থায় একটি বাগান থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

জামিরুল ইসলাম বামন্দীর চাঞ্চল্যকর সুন্দরী বেগম হত্যা মামলার এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি ও কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামের আবু আফনের ছেলে।
তবে, জামিরুল ইসলামের দাবি মামলার বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজ ও সিরাজের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের দাবিকৃত তিন লাখ টাকা দিতে না পারায় তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

জামিরুল ইসলাম বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সেখানেই কথা হয় এই প্রতিবেদকের। তবে রাত হওয়ায় অভিযুক্তদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জামিরুল জানান, ২০২০ সালের ২৮ মে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে আমার চাচী সুন্দরী বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। আমার চাচাকেও আহতাবস্থায় উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় আমার চাচীর মোবাইল ফোনের কল রেকর্ড ধরে পরের দিন ২৮ মে আমাকে আটক করেন ডিবি পুলিশ। হত্যাকান্ডের ঘটনায় বাড়ির মালিক রেজাউল হক বাদি হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন। আমাকে ওই মামলায় দুই নম্বর আসামি করা হয়। এই মামলা থেকে বাঁচানোর জন্য তিন লাখ টাকা দাবি করে আসছেন বাদি রেজাউল হক। গত বুধবার (২৪ জুলাই) আমি মেহেরপুর কোর্টে

হাজিরা দিয়ে বামন্দীতে আসি। বামন্দীতে একটি স্থানে আমার সাথে বাদি রেজাউল হক তার ছেলে সিরাজুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে ইলিয়াস হোসেনের সাথে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায় আমাকে চা খেতে দেন তারা। চা পান করার ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার জ্ঞান থাকা অবস্থায় তারা কারেন্টের তার গলায় পেঁচিয়ে হত্যার চেষ্টা করেন। আমি মারা গেছি ভেবে একটি বাগানের মধ্যে হাত পা ও মুখ বেঁধে ফেলে রেখে যায়। তারপর আর কিছু বলতে পারবো না।

ফ্লাশব্যাক ২০২০ সাল :
২৮ মে সকালের দিকে গাংনীর বামন্দীতে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে সুন্দরী বেগম নামের এক নারীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই ঘরের চৌকির ওপর থেকে সুন্দরী বেগমের স্বামী রুস্তম আলীকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাদের উদ্ধারের পর ক্লুলেস এই হত্যাকান্ডটি নিয়ে মাঠে নামেন তৎকালীন জেলা পুলিশ। ঘটনার ২৪ ঘন্টা পার হতে না হতেই হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ। মোবাইল ফোনের কল রেকর্ডের সূত্র ধরে দৌলতপুর উপজেলার শিতলাইপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে আটক করে নিহত সুন্দরী বেগমের ভাসুর আবু আফ্ফানের ছেলে জামিরুল ইসলামকে।

পরে তৎকালীন মেহেরপুর পুলিশ সুপার এসএম মুরাদ আলী নিজ কনফারেন্স রুমে সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফ করেন এই হত্যাকান্ড নিয়ে। হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করে তিনি বলেন, জমি বিক্রির টাকা লুট করতেই খুন করা হয় সুন্দরী বেগমকে। সুন্দরী বেগম একটি জমি বিক্রি করতে ক্রেতার কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা বায়না নিয়েছিলেন। সেই টাকা ছিনতাই করতে একজন সহযোগীকে নিয়ে সুন্দরীকে হত্যা করেন ভাসুরের ছেলে জামিরুল ইসলাম। মামলাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলা হিসেবে আমলে নিয়ে রহস্য উদঘাটন করার জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। জেলা গোয়েন্দা শাখার তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত ওসি জুলফিকার আলীর তদন্তে জামিরুল ইসলামকে আটক করেন। আটকের পর তাকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে হত্যাকান্ডের কথা শিকার করেন। পরে জামিরুলকে আদালতে নিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দেন। এসময় তিনি সুন্দরী বেগম হত্যা ও জমি বিক্রির টাকা হাতিয়ে নেয়ার কথা স্বীকার করেন। সুন্দরী বেগমকে গলায় শাড়ি জড়িয়ে হত্যা করা হয়। এসময় স্বামী রুস্তম আলী বাঁধা দিলে কুড়াল দিয়ে তার ওপরও হামলা চালায় আসামিরা। দুজনই মারা গেছে ভেবে আসামিরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এঘটনায় মটমুড়া গ্রামের রেজাউল হক বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ১১০/২০ তাং ২৯/০৫/২০২০ ইং। এই মামলায় জামিরুল ইসলাম এজাহার নামীয় দুই নম্বর আসামি।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয়দের দেওয়া খব পেয়ে বামন্দীর একটি আমবাগান থেকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে জ্ঞান ফিরলেই প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. মাসুদুর রহমান জানান, চেতনানাশক ঔষধ দিয়ে তাকে অজ্ঞান করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুরে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

একটি মামলায় আদালত কর্তৃক ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সাদাদ হোসেনকে (৫০) গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ। আজ সোমবার দুপুরের দিকে তাকে হ্রেফতার করে আদালতে নিলে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত।

সাদাদ হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল গ্রামের নবীছুদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সাদাদ হোসেনের নামে ২/১৩ ইং মামলায় ৩ মাসের কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন আদালত। সে থেকে দণ্ডিত সাদাদ হোসেন পলাতক ছিলেন।

সদর থানার এএসআই বাশার তাকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করলে আদালত তাকে কারাগারে পাঠাবার নির্দেশ দেন।

ঝিনাইদহে পাচঁ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি গ্রেফতার

মাদক মামলার পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি টিপু সুলতানকে গ্রেফতার করেছে ঝিনাইদহ সদর থানা পুলিশ।

সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহীন উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে সাজাপ্রাপ্ত পালাতক আসামি টিপু সুলতান ডিসি কোট এলাকায় অবস্থান করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিত্বে এএসআই সোহাগ হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে বুধবার দুপুরে তাকে গ্রেফতার করে। সে এসসি- ৪৮৮/১৭, ঝি:জিআর- ১০৪/১৭, ১৯৯০ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ১৯ (১) এর ৯ (খ) ধারার পাঁচ বছরের সাজা প্রাপ্ত আসামি।

টিপু সুলতান সদর উপজেলার ব্যাপারীপাড়্ ◌াএলাকার (কোরবানের বাড়ির ভাড়াটিয়া) ও মৃত আব্দুল গাফফারের ছেলে। গ্রেফতারকৃত টিপু সুলতানকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১০ আসামি

মেহেরপুরে পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১০ জন আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি রয়েছে।

সোমবার (২৮ আগস্ট) দিবাগত রাতে অভিযান চালিয়ে আজ মঙ্গলবার

ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়েছে। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান চালান।

আজ মঙ্গলবার (২৯ আগস্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে নাশকতা মামলার আসামি জামায়াত নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরের মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নাশকতার অভিযোগে পুলিশের দায়ের করা মামলার এজাহারনামীয় আসামি সাইয়েদুল ইসলাম (৫৫) কে গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত সাইয়েদুল ইসলাম মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের সুরত আলীর ছেলে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর থানা পুলিশ তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সাইয়েদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেন। তার নামে মুজিবনগর থানা পুলিশের দায়ের করা বিশেষ ক্ষমতা আইনে দায়ের করা নাশকতার মামলা নং ১১, তারিখ ২৪/০১/২৩ ইং।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে নাশকতার অভিযোগে জামায়াতের এই নেতাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতা সাইয়েদুল ইসলামকে আজ সোমবার (২৮ আগস্ট) দুপুরের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে শিশু বলাৎকারকারীর দুই সহযোগী গ্রেফতার

গাংনীতে শিশু বলাৎকারকারীর দুই সহযোগীকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী শহরের মাঠপাড়ার বিশারত আলীর ছেলে আখের আলী ও শফিকুল ইসলামের ছেলে শিশু রাহুল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহির রাইহানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে তাদের নিজ নিজ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামিকে গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার আইও এসআই জহির রাইহান বলেন, আখের ও রাহুল দুজনেই শিশু বলাৎকার কারীর সহযোগী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। এছাড়া মুরছালিনকে গ্রেফতার করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই গাংনী উপজেলা শহরের মাঠপাড়ার মুরগী ব্যবসায়ী মুরছালিন একই পাড়ার এক শিশুকে পাখি শিকারের নামে ডেকে নিয়ে একটি কলা ক্ষেতের মধ্যে ধর্ষণ করে। এই ধর্ষণের ভিডিও ও ছবি বিভিন্ন লোকের মোবাইল ফোনে ছড়িয়ে পড়ে। পরে গতকাল শুক্রবার দুপুরের দিকে ওই ধর্ষিতা শিশুটির মা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই অভিযান শুরু করে গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বুধবার দিবাগত রাতের ভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে গাংনী থানার পৃথক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৯ আসামি

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

আসামিদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ৩ ও সিআর মামলার ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে পেন্ডিং মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম আজ সোমবার (২৬ জুন) সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ওসি সাইফুল

ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল এসব গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ সোমবার (২৬ জুন) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।